বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

BICM

Endeavour Education Excelence

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
বক্তব্য	০৩
অধ্যায়- ০১ঃ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন	০৯
অধ্যায়- ০২ঃ ইন্সটিটিউট এর পরিচিতি	৩০
অধ্যায়- ০৩ঃ তথ্যচিত্রে ২০২০-২১	৩৮
অধ্যায়- ০৪ঃ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন	৭৫

বক্তব্য

চেয়ারম্যান

একটি উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বজায় রাখতে শক্তিশালী পুঁজিবাজারের কোন বিকল্প নেই। শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়তে প্রয়োজন বিনিয়োগদক্ষ পেশাজীবীগণ। বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিনিয়োগ দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইন্সটিটিউটের চলমান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রান্তিক ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ফ্রি ইনভেস্টর এডুকেশন প্রোগ্রাম, স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী বিভিন্ন সার্টিফিকেট কোর্সসমূহ এবং বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পেশাজীবিদের জন্য নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য। এ বছর ইন্সটিটিউট মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট [Master of Applied Finance and Capital Market (MAFCM)] প্রোগ্রাম চালু করেছে, গত এক বছরে ৫০টি ইনভেস্টর এডুকেশন প্রোগ্রাম ও ২১টি সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করেছে এবং পিজিডিসিএম প্রোগ্রাম এর আওতায় ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ তম (সান্ধ্যকালীন) ব্যাচের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও ইন্সটিটিউট প্রয়োজন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সমসাময়িক বিষয়াবলীর উপর সেমিনার, কনফারেন্স, কর্মশালা আয়োজন করেছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনের সংস্কার ও নতুন নতুন ইন্সট্রুমেন্ট প্রচলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাজার ইতোমধ্যেই দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিনিয়োগ শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে কমিশন দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করেছে। একইসাথে বিআইসিএম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত ইন্সটিটিউট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ইন্সটিটিউটের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভুমিকা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তাদের সুবিবেচনাপ্রসূত সঞ্চারপথ ইন্সটিটিউটের উদ্দেশ্যসমূহ অধিকতর ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন এবং দ্বায়িত্বপালনের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে বিনিয়োগ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। পরিশেষে, পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যদেরকে তাদের অবদান এবং ভূমিকার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একই সাথে সরকার, প্রশাসন, ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

নির্বাহী প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার প্রসারে নিয়োজিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সকল মহলে ইত্যেমধ্যে একটি পরিচিত নাম। সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ আর্থিকবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষ, প্রাজ্ঞ এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের পলিসি নির্দেশনায় এবং সরকারি অর্থায়নে ইন্সটিটিউটের সার্বিক কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

ইন্সটিটিউট সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ও বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারিদের জন্য সামগ্রিক ভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজারে সক্ষম জনবল তৈরির জন্য পরিচালনা করছে স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স।

সম্প্রতি মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট [Master of Applied Finance and Capital Market (MAFCM)] প্রোগ্রাম চালু করবার পাশাপাশি বিআইসিএম নিজস্ব ইনভেস্টর এডুকেশন প্রোগ্রাম, সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম ও কাস্টমাইজড প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটদের জন্য নিয়মিত প্রোগ্রামের পাশাপাশি ইন্সটিটিউট এমএএফসিএম এবং পিজিডিসিএম এর ব্যাচ পরিচালনা করছে। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মশালা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রকাশনার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট ক্রমেই নিজের কর্মপরিমন্ডলকে উন্নীত করছে। এছাড়া এ আর্থিকবাজারে পেশাজীবি ফাইন্যানসিয়াল মডেলিং ও ভ্যালুয়েশন বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে এ বছর থেকে “সার্টিফাইড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট” [Certified Financial Modeling and Valuation Expert (FMVE)] প্রোগ্রাম চালু করা হচ্ছে।

গবেষণা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে রির্সাচ সেমিনার সিরিজ আয়োজন করা হচ্ছে এবং ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যরা এতে নিয়মিতভাবে তাদের গবেষণালব্ধ বিষয় উপস্থাপন করছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বিআইসিএম জার্নালের প্রথম ইস্যু “জার্নাল অব ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট অ্যান্ড গভর্নেন্স” [Journal of Financial Market and Governance (JFMG)]।

বাংলাদেশের স্বাধনীতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ইন্সটিটিউট প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে [International Conference on Sustainable Finance and Investment] যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ৩২ জন বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং সরকার নির্দেশিত প্রোগ্রামের সাথে সমন্বিত উদ্ভাবন উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিপালন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন এবং নাগরিক সেবাদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও ইনস্টিটিউট প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগত ও কাঠামোগত মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের অনুষদ সদস্যদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। একই সাথে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমেও শিক্ষকদের মানোন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

আমার বিশ্বাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় ইনস্টিটিউটের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং পুঁজিবাজারের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটি অদূর ভবিষ্যতে একটি উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে সমাদৃত হবে। ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ড সুচারুভাবে পরিচালনায় প্রধান নির্বাহী হিসেবে অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে সহায়তার জন্য পরিচালনা পর্ষদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং সহকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Mahmuda Akter

অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার
নির্বাহী প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ এক

পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আমি ইন্সটিটিউটের ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

ভুমিকাঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমরা এমন একটি উন্নয়নের মডেল পৃথিবীতে উপস্থাপন করতে পেরেছি, যা অনেকের জন্যই অনুসরণযোগ্য। আমাদের প্রিয় দেশ আজ উন্নয়নের সোপান বেয়ে বিশ্ব দরবারে একটি সম্মানিত জাতির কাতারে গর্বের সাথে মাথা উঁচু করে দাড়ানোর এবং এক 'বিস্ময় অর্থনীতি' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী ও অধিক কার্যকর করার কোন বিকল্প নেই; আর এই পুঁজিবাজারের প্রাণ- বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ শিক্ষায় আলোকিত করতে, এবং বাজার মধ্যস্ততাকারী প্রতিষ্ঠান, এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমূহের জনবল কে প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ জনসম্পদে পরিণত করারও কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যেই নিরলস ভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বিআইসিএম।

ইন্সটিটিউট কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট সাময়িক অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে সকল কার্যক্রম চালু করে। এ বছরই ইন্সটিটিউট চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি বা ফিনটেক এবং ডেটা এনালিটিক্স এর মত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা শুরু করে। এছাড়াও, ইন্সটিটিউট এ বছর জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়ে ২ বছর মেয়াদী পুঁজিবাজারের ওপর বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু করার অনুমোদন পায়। এছাড়া পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রামটিকে বাজার-বান্ধব করার জন্য এর পাঠক্রমে আনা হয়েছে যুগোপযোগী পরিবর্তন। নিয়মিতভাবে বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষিত করতে চালু রয়েছে 'পুজিবাজারে বিনিয়োগ' শীর্ষক বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম। গবেষণা কার্যক্রমকে বেগবান করতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে গবেষণা পরামর্শক এবং চালু করা হয়েছে মাসিক সেমিনার সিরিজ। একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করেছে ইন্সটিটিউট গত এপ্রিল মাসে, যাতে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ গবেষকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

বিআইসিএম এর বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নির্দেশনায়, ইন্সটিটিউট তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বাংলাদেশের পুঁজিবাজার-কে একটি সত্যিকারের গতিশীল, স্বচ্ছ, ও জবাবদিহিতামূলক বাজারে পরিণত করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ও গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সজ্জিত হচ্ছে।

পরিচালন কার্যক্রমঃ

আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ইন্সটিটিউট তার নিজের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং আবশ্যিক কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেকক্ষেত্রে সফল হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালিত কার্যক্রম, সামগ্রিক আয়-ব্যয় ও অন্যান্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বিআইসিএম এর চলমান কার্যক্রম এর মধ্যে নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রাম এর পাশাপাশি দিনব্যাপী ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, এবং স্বল্প মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করছে। ইনস্টিটিউট ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৪৭৯ জনকে এবং ২১টি সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৭৪৩ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে। উল্লিখিত সময়ে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ১৪তম, ১৫ তম, ১৬তম, এবং ১৭তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল।

বহুল প্রতিক্ষিত মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম) প্রোগ্রাম চালু করার ব্যাপারে গত ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। প্রতি ব্যাচে ২টি সেকশনে মোট ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমোদন প্রদান করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে ১ম ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৪ জুলাই ২০২১ তারিখে প্রথম ব্যাচের ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে।

(১) মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)

আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সৃষ্টি করেছে নব দিগন্তের সূচনা। বাংলাদেশও এর বাইরে নেই। এদেশেও এর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডেটা সাইন্স, ব্লকচেইন, আর ক্রিপ্টোকারেন্সির যুগে প্রবেশ করেছে দেশ। তথ্য প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতা ছুঁয়ে যাচ্ছে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। অর্থ বাজার এবং

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বদলে যাচ্ছে খুব দ্রুত, পরিবর্তন হচ্ছে প্রচলিত কর্মপদ্ধতির, উন্নত হচ্ছে এর সার্বিক অবকাঠামোর। নতুন নতুন উদ্ভাবনে একটি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু প্রতিশ্রুতিশীল সেক্টর হয়ে উঠছে এই খাত। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নতুন নেতৃত্ব আসার পর স্পন্দন ফিরে পেয়েছে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার। পুঁজিবাজার সম্প্রসারণে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে এই কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। বাজারে এসেছে নতুন ইনস্ট্রুমেন্টস, পরিবর্তন হয়েছে পুরনো আইন। এরই ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন যুগের অর্থ ও বিনিয়োগ খাতে নতুন নেতৃত্বের চাহিদা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মানব সম্পদ তৈরি করা এখন এই সেক্টরের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশের এই আসন্ন মোকাবেলাকে চ্যালেঞ্জ করে আর্থিক খাত, বিশেষ করে পুঁজিবাজারকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে, এমন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট চালু করেছে বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম 'মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)' প্রোগ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীনের মাধ্যমে পরিচালিত এই ২-বছর মেয়াদী প্রোগ্রামটিতে রয়েছে পুঁজিবাজার এবং অর্থায়নের সব যুগোপযোগী কোর্স, ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড লার্নিং এপ্রোচ, এবং হাতে কলমে মার্কেট এনভায়রনমেন্ট কে জানার এবং শেখার ব্যবস্থা। ফাউন্ডেশন লেভেলে ৪টি এবং কোর কোর্সে ৮টি কোর্সের পাশাপাশি 'কোয়ান্টিটেটিভ ফিন্যান্স' এবং ' ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস' শীর্ষক দুইটি ট্র্যাক থেকে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দ মোতাবেক ইলেকটিভ কোর্স নিতে পারবেন। একটি সমৃদ্ধশালী পুঁজিবাজার গড়তে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আর এ জন্যই এই প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা লেখাপড়ার প্রয়োজন নেই। এর কারিকুলাম এমনভাবে সাজানো যাতে করে যে কোন বিষয়ে স্নাতক পাশ হলে এবং চাহিত ফলাফল থাকলে, প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রমে উত্তীর্ণ হতে পারলেই এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা সম্ভব।

কোর্সের সময়কাল মোট ২ বছর, যা ৪টি সেমিস্টারে বিভক্ত। ১৬ কোর্সে মোট ৫১ ক্রেডিটের এই প্রোগ্রামটির ক্লাস সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় যাতে করে পেশাজীবীরা সহজেই ক্লাস করতে পারেন। ব্যবসায় শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে প্রি-রিকুইজিট কোর্স যা সম্পন্ন করে তারা মূল প্রোগ্রামে প্রবেশ করতে পারেন। যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রয়েছে বিশেষ 'বিজনেস কমিউনিকেশন' কোর্স। দ্বিতীয় সেমিস্টার থেকে শুরু করে চতুর্থ সেমিস্টার পর্যন্ত চলবে প্রজেক্ট পেপার প্রস্তুতির কাজ, যা প্রোগ্রামের শেষে গিয়ে ডিফেন্ড করতে হবে। সফল ভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করতে পারলে (সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ২.৫০ বা তদুর্ধ থাকলে) মিলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ।

পেশাজীবীদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ, চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট, এসোসিয়েশন অফ চার্টার্ড সার্টিফায়েড একাউন্ট্যান্টস ইত্যাদি সংগঠনের সদস্যদের জন্য রয়েছে সরাসরি ভর্তির সুযোগ। এছাড়া, গ্র্যাজুয়েট ম্যানেজমেন্ট এডমিশন টেস্ট (জিম্যাট) এ কমপক্ষে ৫০০ নম্বর বা গ্র্যাজুয়েট রেকর্ড এক্সামিনেশন (জিআরই) এ কমপক্ষে ৩০০ নম্বর অর্জনকারীদের জন্যও রয়েছে সরাসরি ভর্তির সুযোগ।

প্রোগ্রামটির প্রথম ব্যাচে অনুমোদিত ৬০টি সিটের বিপরীতে ১০৯ জন আবেদন করেছেন, যাদের মধ্য হতে মেধার ভিত্তিতে ৫৩ জনকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়েছে। বছরে মোট দু'বার ভর্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে, একটি জানুয়ারি সেশনের জন্য (স্প্রিং) এবং অপরটি জুলাই সেশনের জন্য (সামার)।

(২) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম (পিজিডিসিএম):

ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ২৪ ক্রেডিট বিশিষ্ট নয় মাস মেয়াদী প্রোগ্রাম 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম)' পরিচালনা করছে। সান্ধ্যাকালীন ক্লাস হওয়াতে এতে পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ সহজতর হয়। পুঁজিবাজারের চাহিদার সাথে মিল রেখে এ বছরই প্রোগ্রামটির কারিকুলাম পরিবর্তন করে আরও পুঁজিবাজার বান্ধব করা হয়েছে।

পিজিডিসিএম প্রোগ্রামটি বর্তমানে ৮ কোর্সে, ২ লেভেলে বিভক্ত। ডিপ্লোমা'টি অর্জন করতে শিক্ষার্থীদের ৮টি কোর্সে কমপক্ষে ২.৭৫ সিজিপিএ (৪.০০ স্কেলে) থাকতে হবে । সফলভাবে প্রোগ্রামটি সম্পন্ন করা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের বিআইসিএম হতে ডিপ্লোমা সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান করা হয়ে থাকে।

২০২০-২১ অর্থবছরে এ প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ১৪তম, ১৫ তম, ১৬তম, এবং ১৭তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান ছিল। জুন ২০২১ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামের ১৭টি সান্ধ্যকালীন এবং ০৩টি দিবা ব্যাচে সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১৬ জন।

(৩) সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই):

বাংলাদেশের অর্থ বাজারের প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই প্রয়োজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার। বিভিন্ন ধরণের ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং ও ভ্যালুয়েশন এর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কৌশলগত ও প্রায়োগিত সিদ্ধান্ত। অথচ এ সংক্রান্ত কোন প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন বাংলাদেশ থেকে প্রদান করা হয় না। একদিকে বিপুল চাহিদা আর অপরদিকে অপ্রতুল প্রশিক্ষিত লোকবল – এই দু'য়ের ব্যবধান কমাতেই ইন্সটিটিউট একটি বিশেষায়িত প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন চালু করেছে, 'সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই)'। প্রোগ্রামটি মোট ১২টি মডিউলে বিভক্ত যার মধ্যে ৬টি হচ্ছে মডেলিং এর ওপর এবং বাকি ৬টি ভ্যালুয়েশন এর ওপর। প্রতিটি লেভেল-এর কোচিং ক্লাসসমূহ শেষে একটি ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ণ করা হবে যার ভিত্তিতে তাদের লেভেল ১ সমাপনান্তে 'সার্টিফায়েড মডেলার' এবং লেভেল ২ সমাপনান্তে 'সার্টিফায়েড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট' সনদ প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে – বিশেষ করে ব্যাংক, বীমা, লিজিং, ইন্স্যুরেন্স, মার্চেন্ট ব্যাংক, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী, ব্রোকারেজ ফার্মস, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানী, রিসার্চ ফার্ম, এবং কন্সাল্টিং ফার্মগুলোতে প্রশিক্ষিত ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার-এর চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে এই সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামটি।

বছরে দু'বার (জানুয়ারি এবং জুলাই) ব্যাচ শুরু হবে এই প্রোগ্রামের। কেউ ইচ্ছে করলে ভর্তি হবার তারিখ থেকে ৩ বছরের মধ্যে দুইটি লেভেল সম্পন্ন করে এই সার্টিফিকেশন অর্জন করতে পারবেন। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই সার্টিফিকেশন নবায়ন করতে হবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং নতুন মডিউল অন্তর্ভুক্তি হলে, আলাদা করে কোচিং ক্লাস করতে হবে। সমপর্যায়ের বিদেশী প্রশিক্ষণের খরচের তুলনায় এই কোর্সের খরচ নিতান্তই নগণ্য, যা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।

(৪) ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) পুঁজিবাজারের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

ইনস্টিটিউট এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারী যারা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে নিরাপদ করতে চান তাদেরকে এবং পুঁজিবাজার সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষিত করে থাকে।

ইনস্টিটিউট তার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পুঁজিবাজারের উপর মৌলিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সপ্তাহের বিভিন্ন কার্যদিবসে সন্ধ্যা ৭:৩০ হতে রাত ৯:৩০ পর্যন্ত অনলাইনে বিনামূল্যে "ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম" পরিচালনা করছে। উক্ত প্রোগ্রামে সারাদেশ থেকে আগ্রহী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। অনলাইনে প্রোগ্রামটি পরিচালনা করাতে ঢাকার বাইরে এবং দেশের বাইরে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীরাও এতে সহজে অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ পুঁজিবাজার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন, যা তাদেরকে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে আরো জ্ঞানার্জন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে আগ্রহী করে তোলে। এ ছাড়াও ইনস্টিটিউট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে এবং বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দিনব্যাপী এই প্রোগ্রামটি পরিচালনা করছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৪৭৯ জন বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের গত সাত বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ১- ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রাম ট্রেন্ড

বিবরণ	**২০১৪-১৫**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**	**২০২০-২১**
ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম (সংখ্যা)	৪৬	৪৪	৪৬	৪৮	৫০	৪৯	৫০
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১,২৮১	১,২৬৮	১,৬২৮	১,৬৩৫	১,৪৩৫	১,৫৫৩	১,৪৭৯

(৫) সার্টিফিকেট কোর্সেসঃ

ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের মধ্যে সিকিউরিটিজ ল'জ অব বাংলাদেশ; ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এনালাইসিস; ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস; ক্যাপিটাল রেইজিং এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন প্রাইমারী মার্কেট; ইনভেস্টমেন্ট এ্যানালাইসিস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ ভ্যালুয়েশন; বেসিক টেকনিক্যাল এনালাইসিস; ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট; ইসলামিক ফাইন্যান্স; ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুয়িটি ভ্যালুয়েশন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ বছর ফিনটেক অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল ডেটা এনালিটিক্স, এডভান্সড ফাইন্যান্সিয়্যাল এনালিটিক্স অ্যান্ড মডেলিং ইউজিং এম এস এক্সেল, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, এডভান্সড ফিন্যান্সিয়াল স্টেইটমেন্টস এ্যানালাইসিস, বেইসিকস অব মিউচুয়াল ফান্ড, রিডিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস, ইনভেস্টমেন্ট সুকুক: ইস্যুয়েন্স, স্ট্রাকচারিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন প্রভৃতি কোর্স প্রথমবারের মত চালু করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট ২১টি সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৭৩৮ জন পেশাজীবী এবং বিনিয়োগকারী/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করেছে, যার তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ২ – সার্টিফিকেট কোর্সেসঃ ২০২০-২১

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের নাম	প্রশিক্ষনের ব্যাপ্তি	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস	দিনব্যাপী	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০	৪৮
২.	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	দিনব্যাপী	২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০	৫৮
৩.	বন্ড ইস্যুয়েন্স, ভ্যালুয়েশন, অ্যান্ড এ্যানালাইসিস (নতুন কোর্স)	১০ দিনব্যাপী (মোট ৩০ ঘন্টা)	২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর, ২০২০	২৯
৪.	রিসার্চ মেথডোলজি ইউথ আ ফোকাস অন ক্যাপিটাল মার্কেট ইস্যুজ (নতুন কোর্স)	১৬ দিনব্যাপী (মোট ৪৮ ঘন্টা)	০১ অক্টোবর থেকে ০১ নভেম্বর, ২০২০	২৪

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের নাম	প্রশিক্ষনের ব্যাপ্তি	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫.	বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস	দিনব্যাপী	০৯ অক্টোবর, ২০২০	২১
৬.	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	দিনব্যাপী	১০ অক্টোবর, ২০২০	২১
৭.	এডভান্সড ফাইন্যান্সিয়াল এ্যানালিটিক্স অ্যান্ড মডেলিং ইউজিং মাইক্রোসফট এক্সেল (নতুন কোর্স)	১২ দিনব্যাপী (মোট ৩৬ ঘন্টা)	২৩ অক্টোবর থেকে ০৪ ডিসেম্বর, ২০২০	৪৪
৮.	রিডিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস (নতুন কোর্স)	দিনব্যাপী	২২ নভেম্বর, ২০২০	৩৮
৯.	ফিনটেক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা এ্যানালাইটিক্স: কনসেপ্টস অ্যান্ড এপ্লিকেশনস (নতুন কোর্স)	০৮ দিনব্যাপী (মোট ২৪ ঘন্টা)	১১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ০৮ জানুয়ারি, ২০২১	১৬
১০.	এডভান্সড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এ্যানালাইসিস	১০ দিনব্যাপী (মোট ৩০ ঘন্টা)	১৫ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ১৯ জানুয়ারি ২০২১	৩৬
১১.	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	দিনব্যাপী	১৮ ডিসেম্বর, ২০২০	২৭
১২.	বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস	দিনব্যাপী	২৬ ডিসেম্বর, ২০২০	৩০
১৩.	ইনভেস্টমেন্ট সুকুক: ইস্যুয়েন্স, স্ট্রাকচারিং, অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন (নতুন কোর্স)	০৮ দিনব্যাপী (মোট ২৪ ঘন্টা)	০৮ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফ্রেবুয়ারি, ২০২১	৪৪
১৪.	ভ্যাট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ: লিগ্যাল ইস্যুজ অ্যান্ড প্রাকটিক্যাল এপ্লিকেশন (নতুন কোর্স)	০৫ দিনব্যাপী (মোট ১৫ ঘন্টা)	১৬ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফ্রেবুয়ারি, ২০২১	২২
১৫.	ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট	দিনব্যাপী	০৫ মার্চ, ২০২১	৩৬
১৬.	ফান্ডামেন্টাল এ্যানালাইসিস	দিনব্যাপী	০৬ মার্চ, ২০২১	৩৪
১৭.	ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুইটি ভ্যালুয়েশন	দিনব্যাপী	১২ মার্চ, ২০২১	৩৩

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষনের নাম	প্রশিক্ষনের ব্যাপ্তি	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৮.	বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস	দিনব্যাপী	১৩ মার্চ, ২০২১	৩৩
১৯.	বেসিকস অব মিউচুয়াল ফান্ড (নতুন কোর্স)	দিনব্যাপী	১৩ মার্চ, ২০২১	২৬
২০.	ফান্ডামেন্টাল এ্যানালাইসিস	দিনব্যাপী	১৮ জুন, ২০২১	৪৭
২১.	বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস	দিনব্যাপী	২৬ জুন, ২০২১	৭১
মোট		**২১টি**	**মোট অংশগ্রহণকারী**	**৭৩৮**

চলতি অর্থবছরসহ গত সাত বছরে ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামসমূহের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৩ – সার্টিফিকেট কোর্স ট্রেন্ড

বিবরণ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
সার্টিফিকেট কোর্সের সংখ্যা	১২	১২	১৬	১৪	১৮	১৮	২১
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২৪০	১৭৯	৩৫১	২৯২	৪৭৯	৪৪৬	৭৩৮

(৬) বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২০ উদযাপনঃ

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষ্যে 'ইমপ্যাক্ট অব কোভিড-১৯ প্যান্ডেমিক অন দি ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড দি ইমপর্টেন্স অব ইনভেস্টর্স এডুকেশন অ্যান্ড ইনভেস্টর্স প্রটেকশন' বিষয়ক একটি দিনব্যাপী প্রোগ্রাম ০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিআইসিএম এর অনুষদ সদস্য, শিক্ষার্থী, বিনিয়োগকারী ও পুজিঁবাজার বিষয়ে আগ্রহীসহ মোট ৬৮ জন অংশগ্রহন করেন।

(৭) ওয়ার্কশপ ও সেমিনারঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) এর শিক্ষার্থীদের কন্টিনিউয়িং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর আওতায় সেক্টরের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে ইন্সটিটিউট ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে।

জানুয়ারি ২০২১ হতে বিআইসিএম-এ রিসার্চ সেমিনার সিরিজ শুরু হয়েছে। এতে ইন্সটিটিউটের এবং ইন্সটিটিউটের বহিঃস্থ গবেষকরা তাদের গবেষণা কর্মের ফলাফল উপস্থাপন করে থাকেন। বর্তমানে প্রতি মাসে একটি করে রিসার্চ সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট ০৩টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে যাতে মোট ১১৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ার্কশপ ও সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৪ - ওয়ার্কশপঃ ২০২০-২১

ক্রমিক	ওয়ার্কশপের নাম	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	ফান্ডামেন্টালস এন্ড এপ্লিক্যাশন অব পার্শিয়াল লিস্ট স্কোয়ার স্ট্রাকচার্ড ইক্যুয়েশন মডেল	১৪ সেপ্টম্বর, ২০২০	১৪
০২	ইমপ্যাক্ট অব কোভিড-১৯ প্যানডেমিক অন দ্য ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড দ্য ইমপর্টেন্স অব ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড ইনভেস্টর প্রোটেকশন	০৮ অক্টোবর, ২০২০	৬৮
০৩	ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম অন পার্সোনাল ফিনান্স	২৭ অক্টোবর, ২০২০	৩১
		মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	১১৩

(৮) টেকসই অর্থায়ন ও বিনিয়োগ ২০২১ শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ইন্সটিটিউট প্রথমবারের মত International Conference on Sustainable Finance and Investment (ICSFI) 2021 শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করে । গত ৬ এবং ৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম। এতে ৮টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার ওপর বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী সংগঠন হতে আমন্ত্রিত ২৩ জন গবেষক ও পেশাজীবী। কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্মেলনটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

টেবিল ৫ – আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং উপস্থাপক

উপস্থাপিত প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধ উপস্থাপক
Sustainable and Climate Finance: An overview	Mr. Sifullah Khaled Assistant Professor, BICM (Pursuing PhD at the Glasgow Caledonian University, UK)
Sustainable Finance and Investment: The problems and the solution	Dr. Christophe Faugere Professor, Shift for Ecology, Economics, Finance and Accounting Research Center Kedge Business School
Sustainable Finance and Investment: Global cases	Mr. Ben McEwen Climate Change Investment Analyst Sarasin & Partners LLP, UK
Finance for Sustainability in Bangladesh: Current state and the future	Ms. Sagira Sultana Provaty Lecturer, BICM

উপস্থাপিত প্রবন্ধের নাম	প্রবন্ধ উপস্থাপক
Sustainability consideration and financial institutions' risk-return trade-off: Lessons for Bangladesh	Dr. Suborna Barua Associate Professor, University of Dhaka Dr. Afifa Rahman Senior Environmental Specialist, International Finance Corporation
Redesigning the financial architecture of Bangladesh: An action plan	Professor Dr. Mahmuda Akter Executive President, BICM Mr. Wajid Hasan Shah Director (Studies), BICM

টেবিল ৬ – সম্মেলনে উপস্থিত (ভার্চুয়ালি) আন্তর্জাতিক প্যানেলিস্টদের তালিকা

সম্মেলনে উপস্থিত (ভার্চুয়ালি) আন্তর্জাতিক প্যানেলিস্টদের তালিকা /List of international panelists
Dr. Galina Alova Former Economist, OECD DPhil Candidate, University of Oxford
Dr. Lasse Ringius Director and Head of Green Investment Services Global Green Growth Institute
Dr. Micol Alexandria Chiesa ESG Consultant, Bain & Co. Italy, Lecturer in Circular Economy, University of Oxford
Ms. Fenella Aouane Deputy Director and Head of Carbon Pricing Global Practice Global Green Growth Institute
Dr. Madurika Nanayakkara Senior Lecturer in Finance University of Kelaniya, Sri Lanka
Professor Dr. Moorad Chowdhury Independent Non-Executive Director Recognise Bank, UK
Mr. Sergio Henrique Collaco de Carvalho Head of Sustainability

Planet First Partners, UK
Mr. Sean Kidney Co-founder and CEO, Climate Bonds Initiative
Mr. Rico Zhang Senior Director, Asia Pacific International Capital Market Association

(৯) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণঃ

ইনস্টিটিউট নিয়মিত প্রোগ্রাম আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পুঁজিবাজারের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি, বিনিয়োগের প্রাথমিক ধারণা প্রদান, এবং বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলাই এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।

(১০) ইন-হাউস প্রশিক্ষণঃ

ইনস্টিটিউট নিজস্ব মানব সম্পদের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়নে বরাবরের মতো এ অর্থবছরেও বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাস: কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও সুরক্ষার উপায়; কোভিড-১৯: প্রতিরোধ ও প্রতিকার নির্দেশিকা; কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনঃ ভ্যাকসিনে ভীতি নয়, সুরক্ষাতে হবে জয়; মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও জাতীয় বাজেট সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ; সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯; অনলাইন ডিজিটাল বিও আইডি ওপেনিং; দাপ্তরিক কাজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব; ব্যবহারিক, দাপ্তরিক ও দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব; আর্থিক বাজার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা; ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণীঃ

২০২০-২১ অর্থবছরসহ বিগত ছয় বছরের পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৬ -পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ (টাকা হাজারে)

বিবরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
সরকার থেকে প্রাপ্ত তহবিল	৭৯,৮৬৫	১,০৫,১৫০	১,১৫,০০০	১,০৩,০০০	৯৪,০৭৯	১,০০,০০০
পরিচালন আয়	১,৯৫৮	৩,৬৭৮	৩,৯৫০	৩,৮০৪	২,১০৪	৪০,৬৯
নীট সম্পদ	২৪৮,১০৮	২৭৫,৭১৬	৩,২৫,৮৯৮	৩,৫২,৯০৫	৩,১৬,৯০৪	৩,২৩,০৭২
মোট সম্পদ	২৫১,৪৩২	২৮১,১৩৬	৩,২৯,৪৫৩	৩,৫৫,২২৭	৪,৩৭,৪৭৫	৩,৯৪,৭৫০
মোট চলতি সম্পদ	১৯৪,১৮২	২২৬,৩৭৮	২,৭৬,০৪১	২,৮৩,৯২৮	৩,০৪,২৫৭	২,৬৮,১৮৯
মোট চলতি দায়	৩,৩২৪	৫,৪২০	৩,৫৫৫	২,৩৩২	৭২,৬৩৭	২৪,৪০১

(১) ইনস্টিটিউটের ব্যয়ঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১০ কোটি টাকা থেকে ইনস্টিটিউট বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছে। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হলোঃ বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৫,৫২,২২,২৬৩.০০ টাকা, অফিস ভাড়া বাবদ ১,৬৪,৪৯,৫৭৫.০০ টাকা, বইপত্র বাবদ ৫,১৪,৪৬৮.০০ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় ৫১,৬৭,২৩২.০০ টাকা, কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ক্রয় বাবদ ১৫,২৮,৩৯৬.০০ টাকা এবং কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় বাবদ ৩,৪৬,৪০৭.০০ টাকা।

(২) ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স এবং এমএএফসিএম থেকে আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২১টি সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজন করেছে। উক্ত অর্থবছরে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের ০৪টি ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। সার্টিফিকেট কোর্স, পিজিডিসিএম, এবং এমএএফসিএম প্রোগ্রাম হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্জিত আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৭ – ডিপ্লোমা, মাস্টার্স এবং সার্টিফিকেট কোর্স থেকে আয়

ক্রমিক নং	প্রোগ্রামের নাম	প্রোগ্রাম	আয় (টাকা)
০১	সার্টিফিকেট কোর্স	২১টি	১০,৩৫,০০০.০০
০২	পিজিডিসিএম	৪ টি	১৮,২১,৪৬৪.০০
০৩	মাস্টার্স	১টি	১২,১৩,০০০.০০

(৩) ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকঃ

বর্তমান নিরীক্ষক, অ্যাকনাবিন, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস, বিডিবিএল ভবন, লেভেল-১২, ১৩ ও ১৫ কারওয়ান বাজার কমার্শিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২১৫, কে ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যারা ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

গ. ইনস্টিটিউটের জনবলঃ

২০২০-২১ অর্থবছরসহ গত ছয় বছরে ইনস্টিটিউটে কর্মরত কর্মচারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৮ – ইনস্টিটিউটের জনবল কাঠামো

বিবরণ	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	২	১	১	১	০	৩
অনুষদ সদস্য	৫	৫	৭	১১	১২	১১
কর্মকর্তা	১৯	১৪	১৫	১৯	১৭	১৭
সহায়ক কর্মচারী	২৮	২৮	২৮	৩৪	৩৪	৩৩
মোট	৫৪	৪৮	৫১	৬৫	৬৩	৬৫

ঘ. পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের ৭৫তম থেকে ৮৬তম, মোট ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে নীতিগত নির্দেশনা দিয়ে ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। পরিচালনা পর্ষদ সভায় সদস্যগণের উপস্থিতির তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৯ – ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ সভা

ক্রমিক নং	সভা নম্বর	সভার তারিখ
১	৭৫তম	০৯ জুলাই ২০২০
২	৭৬তম	১৯ জুলাই ২০২০
৩	৭৭তম	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০
৪	৭৮তম	১২ অক্টোবর ২০২০
৫	৭৯তম	২৭ অক্টোবর ২০২০
৬	৮০তম	০৮ ডিসেম্বর ২০২০
৭	৮১তম	১২ জানুয়ারি ২০২১
৮	৮২তম	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৯	৮৩ তম	২৯ মার্চ ২০২১
১০	৮৪তম	০৪ মে ২০২১
১১	৮৫তম	২৭ মে ২০২১
১২	৮৬তম	২৯ জুন ২০২১

ঙ. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

অর্থ বাজার সংক্রান্ত গবেষণা কর্মে, বিশেষ করে পুঁজিবাজার এবং পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ও অন্যান্য নীতিনির্ধারকদের নীতিনির্ধারণে সহায়ক, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক, এবং ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমে সহায়ক এমন গবেষণা কর্মকে স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদান করার জন্য BICM Annual Research Grant (ARG) চালু করতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি বা ফিন-টেক এর প্রসার ঘটাতে এবং এ লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট বেশ কয়েকটি সার্টিফিকেট কোর্স ও একটি সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছে। Python for Capital Market এবং Block-Chain and Crypto-currency এর ওপর সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করবে। Certified FinTech Professional (CFP) নামক একটি প্রফেশনাল

সার্টিফিকেশন চালু করা হবে, এবং FinTech সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

পুঁজিবাজারের কর্মরত ব্রোকারেজ হাউজের ট্রেডারদের জন্য বিশেষ সার্টিফিকেশন Certified Equity Trader (CET) নামক প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী ট্রেডারদের জ্ঞান ও দক্ষতার যেমন বিকাশ ঘটবে, অপরদিকে তা বিনিয়োগকারীদের জন্য তথা পুঁজিবাজারের বিকাশের জন্য উপকারী হবে।

ইন্সটিটিউটের শিক্ষকদের গবেষণা দক্ষতা ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত গবেষণা কর্মশালা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। শিক্ষকদের পাঠদান ও সার্বিক শিক্ষাদানের বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর আয়োজন করা হবে।

কর্পোরেট গভার্ন্যান্স বাংলাদেশে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। তবে এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত লোকবল তৈরি হয়নি যাতে করে কর্পোরেট গভার্ন্যান্স কোড পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। ডিজিটাল কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কর্পোরেট গভার্ন্যান্স এর প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে কর্পোরেট গভার্ন্যান্স এর ওপর সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা হবে।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে সুকুক এবং অন্যান্য ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ইন্সট্রুমেন্টস এর প্রতি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ এবং এইসকল প্রোডাক্ট এর একটি বড় বাজারের সম্ভাবনা আছে। এ বাজারের সমৃদ্ধি এবং এ সংশ্লিষ্ট জনবলকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করতে এবং বিনিয়োগকারীদের অবহিত করতে সুকুক এবং ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট বিষয়ে একটি সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করা হতে পারে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের লিংকন ইউনিভার্সিটি'র সাথে একটি শিক্ষার্থী বিনিময় প্রোগ্রাম চালু হতে পারে যেখানে বিআইসিএম এর শিক্ষার্থীরা একটি নিবিড় পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য লিংকন ইউনিভার্সিটি'তে ২-৩ সপ্তাহ অধ্যায়ন করবেন। ইন্সটিটিউটের সম্মানিত নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, এ ব্যাপারে লিংকন ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা করে এসেছেন।

দেশব্যাপী ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসী প্রোগ্রাম এর কার্যক্রমকে জোরদার এবং এর উপযোগীতা বৃদ্ধির জন্য পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর, বিশেষ করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এমন সব বিষয়ের ওপর ছোট ছোট সিরিজ প্রোগ্রাম এর আয়োজন করবে যার মধ্যে থাকবে ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস এর বিভিন্ন বিষয়, টেকনিক্যাল এনালাইসিস এর বিষয়সমূহ, বিভিন্ন প্রোডাক্ট ও ইন্সট্রুমেন্ট সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের স্বচ্ছ ধারণা, এবং বিনিয়োগ কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করে তোলা। গতানুগতিক কারিকুলামের বাইরে গিয়ে, বিনিয়োগকারীদের চাহিদা নিরুপণ করে এবং পুঁজিবাজার বিশ্লেষণ করে এসব সিরিজ প্রোগ্রাম এর কন্টেন্ট তৈরি করা হবে। এছাড়াও

পুঁজিবাজারের সমকালীন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার জন্য 'আজকের পুঁজিবাজার/ পুজিবাজার আড্ডা' নামক লাইভ অনলাইন প্রোগ্রাম চালু করা হবে। বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের কথা বিবেচনা করে প্রোগ্রামটি রবিবার সকালে, এবং অন্যান্য কর্মদিবসে সন্ধ্যায় আয়োজন করা হবে।

Case Studies in Capital Market নামক একটি পুস্তক রচনার ব্যাপারে প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীতে এ ব্যাপারে বাজার মধ্যস্থতাকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর কেইস-স্টাডি সম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করা হবে। অর্থ বাজারের বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে কিভাবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার এবং কোন কোন বিষয় পরিহার করা দরকার, এ সকল কেইস স্টাডি অধ্যায়নের মাধ্যমে তা হাতে কলমে বোঝা সহজতর হবে।

ই-লার্ণিং এর মাধ্যমে পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর জ্ঞান লাভ আরও সহজ করার জন্য পুঁজি বাজারের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে ই-লার্নিং কোর্স তৈরি করা হবে এবং বর্তমান কোর্সটিকে হালনাগাদ করা হবে। এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের প্রদান করা হয়েছে।

গেমিফিকেশন ইন লার্নিং এর মাধ্যমে শিখণ প্রক্রিয়াকে আনন্দময় ও আকর্ষক করার জন্য পুঁজিবাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সিমুলেশন এবং লার্নিং গেইম তৈরি করা হবে এবং তা জনপ্রিয় এন্ড্রয়েড মোবাইল প্ল্যাটফর্ম উপযোগী করে গুগল প্লে-স্টোরে রিলিজ করা হবে।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এডভান্সড কোর্স চালু করা এবং অধিকসংখ্যক ও সারাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে কোর্সসমূহ অনলাইনে পরিচালিত করা; 'বন্ড' এবং 'সুকুক' এর ওপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ইন্সটিটিউটের বিদ্যমান কাঠামো ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া; ইন্সটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'রিসার্চ উইং' প্রতিষ্ঠা করা এবং ইন্সটিটিউটের নিজস্ব জার্নাল প্রকাশের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়াও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অধিভুক্তি সাপেক্ষে বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ. উপসংহারঃ

বাংলাদেশে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক , এবং কার্যকারী পুঁজিবাজার প্রতিষ্ঠার জন্য যুগোপযোগী বিনিয়োগ শিক্ষার বিকল্প নেই। এখনও অনেক বিনিয়োগকারী সঠিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ না নিয়েই ঝুঁকিপূর্ণ এই বাজারে প্রবেশ করেন যা সার্বিক বাজারের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইসাথে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে পুজিবাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা অনেক সময়ই হয় প্রশ্নের সম্মুখীন। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল এবং তথ্যাভিজ্ঞ ও চৌকস বিনিয়োগকারী সমৃদ্ধ একটি পুজিবাজার গড়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) এর আবির্ভাব ঘটে। সময়ের পরিক্রমায় ইন্সটিটিউট তার ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে শিখণে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। বাজার বান্ধব কারিকুলামের মাধ্যমে অংশীজনদের শিখণ মিথস্ক্রিয়ায় আরো নতুন ধারার জন্ম দিচ্ছে।

আগামীতে ইন্সটিটিউটে অনুষদ সদস্যে সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নে সহায়ক হবে এবং ইন্সটিটিউট আরও দৃঢ় সংকল্পে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের দিকনির্দেশনায়, এবং পরিচালকমন্ডলীর নির্দেশনায় ইন্সটিটিউটের আগামীর পথ চলা আরও মসৃণ এবং আরও সমৃদ্ধ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের ব্যাপকতা প্রসারের সাথে সাথে ইন্সটিটিউটের কার্যপরিধির ব্যাপ্তি এবং সেবার মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আস্থা পোষণ করছি।

ইন্সটিটিউটকে সার্বিক সহযোগীতার জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

একইসাথে আমি ইন্সটিটিউটের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, সকল কর্মচারী, এবং অংশীজনদের ধন্যবাদ জানাই বিআইসিএম-কে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টার জন্য।

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ দুই

ইনস্টিটিউট এর পরিচিতি

ইনস্টিটিউটের পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পুঁজিবাজারে পেশা গড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রসারের জন্য সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে এ ইন্সটিটিউট। বিআইসিএম ২৪ জুলাই ২০০৮ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ০৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত কর্তৃক ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

লক্ষ্যঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের তফাৎ পূরণ।

চলমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

- ❖ পুঁজিবাজারের উপর গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনামূল্যে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক শিক্ষা কর্মসূচি (ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম);
- ❖ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়সমূহের উপর সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম;
- ❖ পুঁজিবাজারের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পেশাজীবীদের জন্য নয় মাস মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম;
- ❖ দক্ষ ফাইন্যান্সিয়াল মডেলার তৈরির লক্ষ্যে এক বছর মেয়াদী (সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অনুষ্ঠিত) সার্টিফাইড ফাইন্যান্সিয়াল মডেলিং অ্যান্ড ভ্যালুয়েশন এক্সপার্ট (এফএমভিই);
- ❖ পুঁজিবাজারের উপর বিশেষায়িত মাস্টার্স ডিগ্রী মাস্টার অব অ্যাপলায়েড ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম);
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজারের সমসাময়িক বিষয়াবলীর উপর ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স;
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজার এর সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের উপর কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদঃ

বিআইসিএম এর পরিচালনা পর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড,

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ - এর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্সটিটিউটকে একটি অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে পরিচালনা পর্ষদ কাজ করে যাচ্ছে।

ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদঃ

চেয়ারম্যান

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

পরিচালকবৃন্দ

	জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান পরিচালক-বিআইসিএম চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
	ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ পরিচালক-বিআইসিএম কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
	জনাব আসিফ ইব্রাহীম পরিচালক-বিআইসিএম চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
	অধ্যাপক শাব্বির আহমদ পরিচালক-বিআইসিএম চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মঈন পরিচালক-বিআইসিএম ডিন, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

	জনাব রুখসানা হাসিন পরিচালক-বিআইসিএম যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী পরিচালক-বিআইসিএম যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	জনাব মোঃ আবুল হোসেন পরিচালক-বিআইসিএম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
	জনাব আজম জে. চৌধুরী পরিচালক-বিআইসিএম প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ
	জনাব শুভ্র কান্তি চৌধুরী, এফসিএ পরিচালক-বিআইসিএম ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড

	জনাব মাহমুদউল হাসান খসরু, এফসিএ পরিচালক-বিআইসিএম প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ
	জনাব আবু বকর ছিদ্দিক, এফসিএমএ পরিচালক-বিআইসিএম প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ
	জনাব মোজাফফর আহমেদ, এফসিএমএ, এফসিএস পরিচালক-বিআইসিএম প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ্ অব বাংলাদেশ
	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আজম পরিচালক-বিআইসিএম নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
	অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার পরিচালক (এক্স-অফিসিও) নির্বাহী প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

	জনাব এ এস এম সায়েম, এফসিএস কোম্পানি সচিব বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

অধ্যায়ঃ তিন

তথ্যচিত্রে ২০২০-২১

পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের মোট ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা দিয়ে ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে হাইব্রীড মোডে (সশরীরে এবং অনলাইন প্লাটফর্মে) পর্ষদ সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন

পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

পর্ষদ সভায় উপস্থিত পরিচালকবৃন্দ

মাস্টার্স প্রোগ্রামঃ

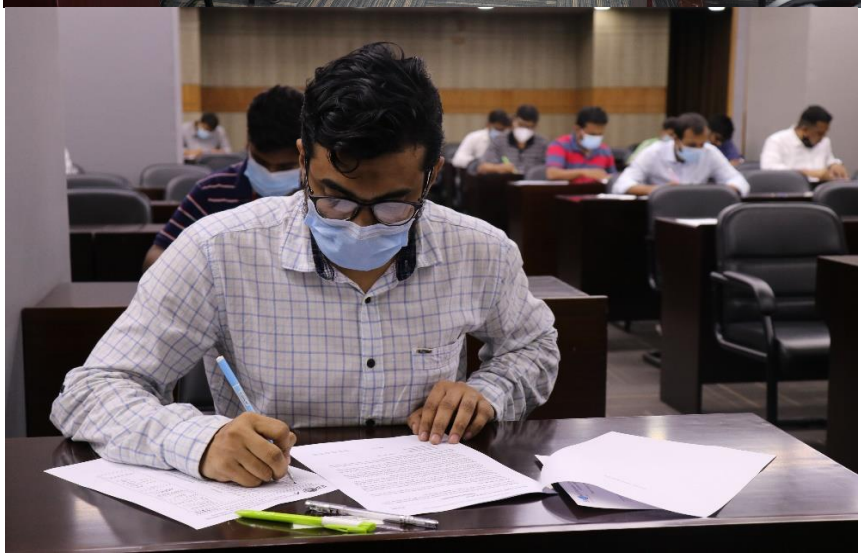

পুঁজিবাজারকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে, এমন দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ইন্সটিটিউট চালু করেছে বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম “মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম)”। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীনের মাধ্যমে পরিচালিত এই ২-বছর মেয়াদী প্রোগ্রামের প্রথম ব্যাচের ভর্তি পরীক্ষা ০৬ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়

মাস্টার্স প্রোগ্রামঃ

এমএএফসিএম প্রোগ্রামটির প্রথম ব্যাচে অনুমোদিত ৬০টি আসনের বিপরীতে ১০৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন

International Conference on Sustainable Finance and Investment (ICSFI) 2021:

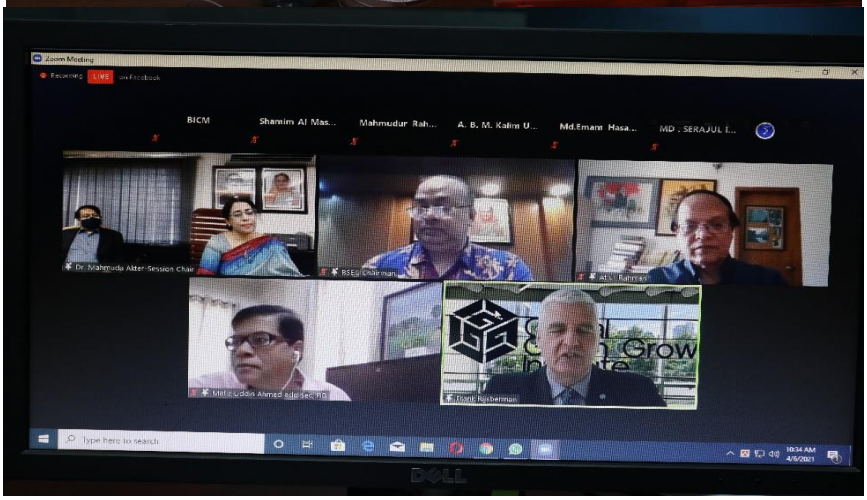

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ইন্সটিটিউট প্রথমবারের মত International Conference on Sustainable Finance and Investment (ICSFI) 2021 শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স এর আয়োজন করে। ৬ ও ৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম

আইসিএসএফআই ২০২১ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারঃ

আইসিএসএফআই ২০২১ শীর্ষক উক্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ৮টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ উপস্থাপনার ওপর বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ও পেশাজীবী সংগঠন হতে আমন্ত্রিত ২৩ জন গবেষক ও পেশাজীবী

আইসিএসএফআই ২০২১ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারঃ

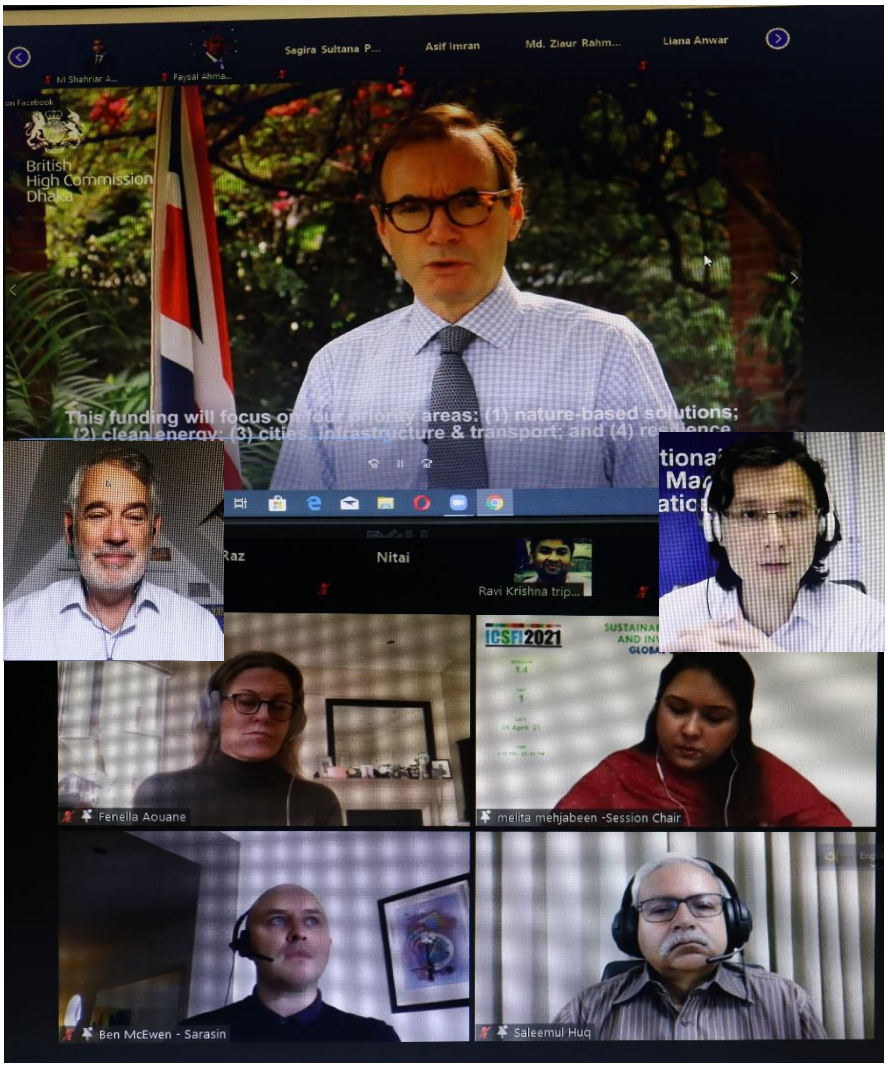

কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্মেলনটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পূর্বে ধারণকৃত শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসন

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ঃ

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে পুঁজিবাজার সাংবাদিকদের সংগঠন ক্যাপিটাল মার্কেট জার্নালিস্ট'স ফোরাম (সিএমজেএফ) এর নেতৃবৃন্দের সাথে ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদা আক্তার এর মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুষ্ঠানঃ

ইন্সটিটিউট নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে

২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ইনস্টিটিউটের মাল্টিপারপাস হলে ‘উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ’ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করে

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানঃ

২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্সটিটিউটে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ইন্সটিটিউটের ১ম -১০ম গ্রেডের কর্মচারীরা প্রশিক্ষণে অংশ নেন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানঃ

২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন

ইন্সটিটিউটে আয়োজিত অন্যান্য কর্মসূচিসমূহঃ

বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

১২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ইন্সটিটিউটের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিআইসিএম পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ সভায় অংশ গ্রহণ করেন

চেয়ারম্যান মহোদয়ের ইন্সটিটিউট পরিদর্শনঃ

২৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁদেরকে ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। চেয়ারম্যান মহোদয় ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরীতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু বুক কর্ণার ও ইন্সটিটিউটের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড এর উদ্বোধন করেন

জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ পালনঃ

১৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে জাতীয় শোক দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়

জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ পালনঃ

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউট কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক জীবনদর্শন' শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়

জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ পালনঃ

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনঃ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউট এর পক্ষ হতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস পালনঃ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস প্রথমবারের মত জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ইন্সটিটিউট যথযথভাবে দিবসটি পালন করে। এরই অংশ হিসেবে ইন্সটিটিউটে ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী করা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত জাতির উদ্দেশে ভাষণ সরাসরি প্রচার করা হয়

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউটে ১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইন্সটিটিউট কর্তৃক দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর তথ্য কণিকা প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও, ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে ইন্সটিটিউটে 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়

জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী পালনঃ

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর আলোকচিত্র ও ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা হয় এবং ২৫ মার্চ ২০২১ বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

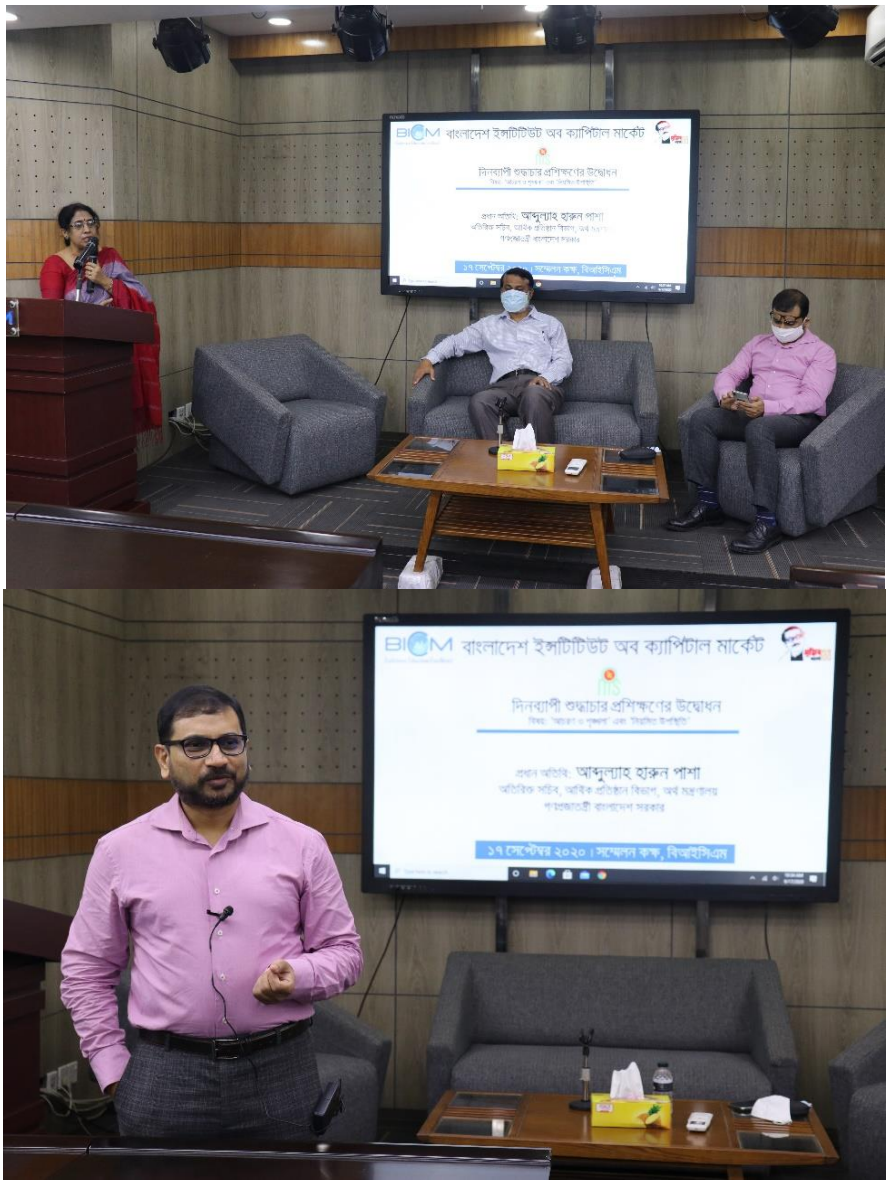

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ইন্সটিটিউটে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালাঃ

অন্যান্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের জন্য উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালাও আয়োজন করা হয়

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

১২-১৩ জুন ২০২১ তারিখে হবিগঞ্জে অবস্থিত দ্যা প্যালেস লাক্সারী রিসোর্টে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের নিয়ে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

১৯-২০ জুন ২০২১ তারিখ হবিগঞ্জে অবস্থিত দ্যা প্যালেস লাক্সারী রিসোর্টে ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের নিয়ে সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

ইন্সটিটিউটের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়

শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০ ও উদ্ভাবন পুরস্কার ২০১৯-২০ প্রদানঃ

গত ২৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে ইন্সটিটিউটে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০ ও উদ্ভাবন পুরস্কার ২০১৯-২০ প্রদান করা হয়

পিএলএস-এসইএম শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনঃ

ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যদের গবেষণা দক্ষতা ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে পার্শিয়াল লিস্ট স্কয়ার স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন মডেল (পিএলএস-এসইএম) শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ইন্সটিটিউটে মুক্তিযুদ্ধের চেনতার আলোকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি অনুষ্ঠান আয়োজনঃ

২৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ইন্সটিটিউটের মাল্টিপারপাস হলে ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি এর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিআইসিএম পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম

নারী বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তা ক্রমবিকাশ কমিটির সভাঃ

পুঁজিবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজার সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারী বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তা ক্রমবিকাশ কমিটি গঠন করা হয়। ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি দলের ইন্সটিটিউট পরিদর্শনঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত মাস্টার্স ডিগ্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভূক্তির যথার্থতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন এবং ইন্সটিটিউটের অবকাঠামোর প্রশংসা করেন

মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্তি প্রাপ্তির পর ৯ মে ২০২১ তারিখে ইন্সটিটিউটে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বহু প্রতিক্ষিত মাস্টার অব অ্যাপ্লাইড ফিন্যান্স অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেট (এমএএফসিএম) প্রোগ্রাম চালুর ঘোষণা দেয়া হয়

একাডেমিক কমিটির সভাঃ

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যবৃন্দ

রিসার্চ সেমিনার সিরিজঃ

ইন্সটিটিউটের অনুষদ সদস্যদের শিক্ষা-গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিসার্চ সেমিনার সিরিজ আয়োজন করা হয়েছে

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করছেন ইন্সটিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ড. মাহমুদা আক্তার

অধ্যায়ঃ চার

নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনঃ ২০২০-২১